জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন ১৫, ৩য় বর্ষ, শুক্রবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩

THE JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbattya Chattagram Janasamhati Samiti (JSS)

Issue—15 3rd year, Friday, 31st December, 1993

সম্পাদকীয়

১৭ নভেম্বরের নানিয়ারচরের ঘটনা একটি নৃশংস সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এটা একটা অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি সমন্বিত প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শোষকগোষ্ঠী কর্তৃক উচ্ছেদ ও চিরতরে নির্মূল করার প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির বিষাদময় ইতিহাসে এক মর্মান্তিক অধ্যায়ের সংযোজন।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সাম্প্রদায়িক ঘটনা অহরহ ঘটছে ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলী তো এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এসব ঘটনাবলীর কিন্তু যতনা রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশী ধর্মীয় উন্মাদনা প্রসূত। যেমন ৬ ডিসেম্বরের'৯২ এর বাবরি মসজিদ ঘটনা ও এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সংঘটিত ঘটনাবলী। উভয় দেশের এসব সাম্প্রদায়িক ঘটনায়—মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকায়ই ছিল প্রধান এবং ধর্মীয় উন্মাদনায় তাড়িত হয়ে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে আক্রমণ করেছে। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বস্তু ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। সেই সঙ্গে জনবসতি আক্রমণ করা হয়েছে নিছক লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও নিধন করতে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলী এসবের চেয়ে আরও অধিক ভয় বহ তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে। এগুলো যতনা ধর্মীয় তার চেয়ে বেশী সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে জুম্ম জনগোষ্ঠী যখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে লিপ্ত তখন তাদের এই আন্দোলন ধ্বংস করতে অন্য একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী কায়েমী শক্তি সর্বাত্মকভাবে আক্রমণের পর আক্রমণ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত সেই অশুভ শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে জুম্ম জনগোষ্ঠীর উপর সংঘটিত করেছে পর পর ১৩টি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নানিয়ারচরের হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সর্বশেষ সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

প্রসঙ্গত ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৪০ ই বি আর কর্তৃক নানিয়ারচর বাজারস্থ লঞ্চঘাটের বেদখলকৃত যাত্রী ছাউনিটি কেন্দ্র করে জুম্ম ছাত্র জনতা যখন গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে মিছিল ও সমাবেশ করছিল তখন সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় হামলা চালিয়ে শতাধিক জুম্মকে হত্যা ও ৫ শতাধিককে আহত করা হয়। অপরপক্ষে ঐ ঘটনায় একজন মাত্র অনুপ্রবেশকারী নিহত হয়। হতাহতের এই ফলাফল দেখে এটা প্রমাণিত হয় যে, জুম্ম ছাত্র জনতার উপরই কেবলমাত্র আক্রমণ করা হয়েছিল। দৈনিক পূর্বকোনের (২২ নভেম্বর) সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে—"সন্ত্রাসী এই ঘটনার ফলাফল যে চিত্র তুলে ধরেছে তাতে একে উপজাতীয়দের উপর এক তরফা হামলা বলেই মনে হয়।"

এই ঘটনার আরও একটি মর্মান্তিক দিক হচ্ছে সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। অনুপ্রবেশকারীদের আক্রমণের মুখে জুম্ম ছাত্র জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুললে সেনা ও পুলিশ বাহিনীর গুলিবর্ষণে এই প্রতিরোধ ভেঙ্গে দেয়া হয়। তারপর ধাবমান ছাত্র-জনতার উপর অনুপ্রবেশকারীরা ধারালো দাও, বর্শা, রামদাও ইত্যাদি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। অবশ্য ইতিপূর্বে সংঘটিত প্রতিটি হত্যাকাণ্ডেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকায়ই ছিল। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আরও লক্ষণীয় বিষয় যে, এক গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে এবং এর প্রভাব অবশ্যই সুদূরপ্রসারী না হয়ে পারে না। জুম্মা জনগণের উপর এর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। উভয় পক্ষে যুদ্ধবিরতি (Cease fire) কালীন এই ঘটনা আরো একবার প্রমাণ করলো যে, জুম্মদের ভূমি বেদখল ও তাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলোপসাধনই বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং বর্তমান খালেদা জিয়ার সরকারের এই হীন নীতিরও কোন পরিবর্তন হয়নি। সর্বোপরি এ ঘটনা আরো একবার প্রমাণ করলো যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এখনও অস্বাভাবিক এবং জুম্মদের জন্য নিরাপদ নয়।

নানিয়ারচর গণহত্যা

শ্রী উত্তম

জুম্ম জনগণের বিষাদময় ইতিহাসের এক নতুন সংযোজন নানিয়ারচর গণহত্যা। বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার ইতিহাসে রচিত হলো আরো এক বর্বরতার কলঙ্কজনক অধ্যায়। সভ্যতা বিবর্জিত এই হত্যাযজ্ঞে নরঘাতকদের উল্লাসনৃত্যে সারা দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে হতবাক আর জুম্ম জনগণকে করেছে অস্তিত্ব আতঙ্কিত।

যে জুম্মরা ১০ই নভেম্বর পালন করেছিল জুম্ম জাতির শহীদ দিবস ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দশম মৃত্যু বার্ষিকী তারা কি জানে ঠিক ৬ দিন পর তারাও শহীদ হতে চলেছে? অদৃষ্টের পরিহাস রক্ত পিপাসু ঘাতকরা কিন্তু তাদেরকে শহীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছিল। সেদিন ১৭ই নভেম্বর, বুধবার ছিল নানিয়ারচর বাজারের হাটের দিন। শত শত জুম্ম নরনারী সেদিন তাদের সওদা নিয়ে আসে বাজারে বিক্রি করতে। কত বায়না নিয়ে ছোট ছোট জুম্ম শিশুরাও বাজারে এসেছিল তাদের মা-বাবার হাত ধরে। জুম্ম ছাত্র সমাজ এসেছিল তাদের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে। তাই স্বাভাবিকভাবে জুম্ম ছাত্র জনতার ঢল নেমেছিল নানিয়ারচর বাজারে। জুম্ম জনারণ্যে সারা বাজারটি গম গম করছিল।

কিন্তু নিষ্ঠুর পরিহাস এর সমান্তরালে জুম্ম ছাত্র জনতার এক বিভীষীকাময় দৃশ্যপট অবতারণার প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছিল নরঘাতক অনুপ্রবেশকারীরা। তারা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল জল্লাদের ভূমিকা নিতে। আর রেড সিগন্যাল পেয়ে বগাছড়ি, নানা প্রুম ও বুড়িঘাট এলাকা থেকে সশস্ত্র শত শত অনুপ্রবেশকারী ঘাতক ট্রলার যোগে আসে নানিয়ারচর বাজারে। ৪০ ই বি আর এর সশস্ত্র দানব সেনা সদস্যরাও তাদের বন্দুকের ট্রিগার চেপে ধরে অবস্থান নেয় সেই যাত্রী ছাউনিতে। রক্ত পিপাসু হায়েনারা এভাবেই হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে।

অবশেষে ঐ দিন বেলা ২টায় অদৃশ্য হাতের ইশারায় দানবরূপী সেনাদের বন্দুক গর্জে উঠে জুম্ম ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তে বহু প্রতিবাদী জুম্ম লুটিয়ে পড়ে পুলিতে। জুম্ম ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়। আর রেড সিগন্যাল পেয়ে নরঘাতকরা ধারালো দাও, বর্শা, বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র জুম্ম জনতার উপর। শুরু হয় জুম্ম নিধন। জুম্ম নরনারীর রক্তে রঞ্জিত হয় বাজারের পথঘাট। অসহায় জুম্মদের আর্ত চিৎকার ও নরঘাতকদের উল্লাসে প্রকম্পিত হয় নানিয়ারচর আকাশ বাতাস। এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। গুলিবিদ্ধ, আহত ভূলুণ্ঠিত জুম্মদের উপরে বর্শার আঘাত হানে ঘাতকরা, মৃত অর্ধমৃতদের কোপাতে থাকে নরপিশাচরা। জুম্মদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চতুর্দিকে ছিটিয়ে পড়ে। পানিতে সাঁতাররত জুম্মদের উপর নিক্ষিপ্ত হয় ধারালো বর্শা। বাড়ী-ঘর দোকানে আশ্রিতদের টেনে হেঁচড়ে বের করে জবাই করা হয়। লঞ্চ ও বাসযাত্রীদের নামিয়ে নিষ্ঠুর আঘাত হানা হয়। এই বিভিষিকাময় জুম্ম নিধন চলে দু'ঘন্টা ধরে। এতে শতাধিক জুম্ম নিহত ও নিখোঁজ হয় এবং ৫ (পাঁচ) শতাধিক জুম্ম আহত হয়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাজারের আশেপাশের ২৭টি জুম্ম বাড়ী।

ঘটনার পটভূমি

পার্বত্য জেলা সদর রাঙ্গামাটি থেকে ২০ মাইল উত্তর পূর্বে কাপ্তাই হ্রদ পরিবেষ্টিত নানিয়ারচর (নান্যাচর) থানার অবস্থান। জলপথে মোটর লঞ্চ, ট্রলার, কাস্টম-বোট, নৌকাই হচ্ছে রাঙ্গামাটির সাথে এর একমাত্র সহজ যোগাযোগের উপায়। প্রতিদিন দু'বার লঞ্চে করে বিভিন্ন লোকের সমাগম ঘটে। এখানে এই লঞ্চঘাটের যাত্রী ছাউনিতে চেক পোষ্ট বসিয়ে সেনারা বহুদিন ধরে নিরাপত্তার নামে জুম্ম যাত্রীদের দেহ ও মালামালের তল্লাসী, জিজ্ঞাসাবাদ, হয়রানি, ধরপাকড় ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে। সেনাদের এইরূপ হয়রানি থেকে জুম্ম নারীরাও বাদ যায়

না। এই যাত্রী ছাউনিতে অনেক জুম্ম নারীর শ্লীলতা হানির পাঁয়তারা হয়েছে। বিশেষতঃ জুম্ম যুবক-যুবতীরা হচ্ছে কর্তব্যরত সেনাদের হয়রানির লক্ষ্য। আশির দশকে স্বৈরাচারী এরশাদের আমল হতে এ ধারা চলে আসছে। বর্তমান গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

আর তাই তো ২৭শে অক্টোবরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দকে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। সেদিন ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ যাত্রী ছাউনিতে লঞ্চের অপেক্ষায় বসতে গেলে কর্তব্যরত সেনা সদস্যরা তাদেরকে অযথা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সেনা সদস্যের সাথে ছাত্র নেতৃবৃন্দ এক প্রচণ্ড তর্কে অবতীর্ণ হয়। এতে এক উচ্চ পদস্থ সেনা অফিসার এসে ছাত্র নেতৃবৃন্দকে সেই যাত্রী ছাউনিতে কয়েক ঘন্টা আটক করে রাখে। ফলে নেতৃবৃন্দ সেইদিন পায়ে হেঁটে নানিয়ারচর থেকে খাগড়াছড়ি আসতে বাধ্য হয়।

এই যাত্রী ছাউনিতে সেনা পোস্ট ও তাদের অযথা হয়রানিই হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ডের মূল উৎস। জুম্ম ছাত্র সমাজ তাদের নেতৃবৃন্দের অযথা হয়রানি ও আটকের প্রতিবাদ এবং গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়। শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ণ ছাত্র বিক্ষোভ। ২৮-৩০ অক্টোবরে খাগড়াছড়ি ও দীঘিনালায় জুম্ম ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের বর্বর হামলা চালানো হয়। হামলায় শতাধিক ছাত্র আহত ও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এতেও ছাত্রদের প্রতিবাদ থেমে যায়নি। রাঙ্গামাটিসহ বিভিন্ন স্থানে আরো ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিনাশর্তে সকল আটককৃত ছাত্রদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২রা নভেম্বর পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ যাত্রী ছাউনি থেকে সেনাপোস্ট ১৭ই নভেম্বরের মধ্যে প্রত্যাহারের চরম সময়সীমা বেঁধে দেয়।

অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মিছিল ও সমাবেশকরণ ছিল জুম্ম ছাত্র জনতার গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার। লংগদু হত্যাকাণ্ড ('৮৯), মাল্যা গণহত্যা ('৯১) লোগাং গণহত্যা ('৯২)সহ সকল হত্যা, অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে জুম্ম ছাত্র-জনতা এ যাবত তীব্র প্রতিবাদ করে আসছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তাদের ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ করেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাত্র-জনতার এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল প্রশাসন ও সেনা কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রেত। যেহেতু জুম্ম ছাত্র-জনতার এ আন্দোলনে অত্যাচারীদের হীন মুখোস উন্মোচিত হতে থাকে এবং ছাত্র-জনতা অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দিক খুঁজে পাই। এটা জুম্ম ছাত্র-জনতার গণ জাগরণের রূপ লাভ করে। তাই এই জুম্ম ছাত্র-জনতার এই গণ-জাগরণকে স্তব্ধ করতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও সেনা কমান্ডাররা হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিয়ে গড়ে তোলে সাম্প্রদায়িক সংগঠন, পার্বত্য গণ পরিষদ, পার্বত্য ছাত্র পরিষদ ও বাঙ্গালী সমন্বয় পরিষদ ইত্যাদি। মৌলবাদী অশুভ শক্তিকে একত্রাবদ্ধ ও সংহত করে গৃহীত হয় পাল্টা মিছিলের নামে সাম্প্রদায়িক হামলার তথা গণহত্যার পরিকল্পনা। এবারের নানিয়ারচরের গণহত্যাও এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম ঘৃণিত হীন পদক্ষেপ।

যেভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়

১৭ই নভেম্বর বুধবার ছিল যাত্রী ছাউনি হতে ৪০ ই বি আর এর সেনাপোস্ট অপসারণের জন্য ছাত্র পরিষদের বেঁধে দেয়া চূড়ান্ত সময়। কিন্তু যাত্রী ছাউনি থেকে সেনা চেক পোস্টটি অপসারণ করা হয়নি। তাই ছাত্র পরিষদ এই দিনে এক প্রতিবাদ মিছিল ও সভার আয়োজন করে। এ দিনটি ছিল আবার সাপ্তাহিক হাটের দিন। স্বাভাবিকভাবে শত শত জুম্ম নরনারীর সমাগম ঘটে এইদিনে। প্রতিবাদী জুম্ম জনতাও প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেয়। বেলা ১২'০০ টায় ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ মিছিলটি "কজমা বহুঅ চাক" (স্থানীয় গ্রন্থাগার) থেকে শুরু হয়। তাদের প্রধান দাবী ছিল—

বাঘাইছাড়ি ছাউনি থেকে সেনাবাহিনী তুলে নাও, নিতে হবে।
পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৫ দফা মানতে হবে মেনে নাও।
গণধিকৃত জেলা পরিষদ বাতিল কর, করতে হবে।

কয়েক হাজার জুম্ম ছাত্র জনতার প্রকম্পিত শ্লোগানে সারা নানিয়ারচর বাজার উজ্জীবিত হয়ে উঠে। গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার আদায়ে জুম্ম ছাত্র-জনতা দুর্দমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। অবশেষে মিছিলটি শান্তি-পূর্ণভাবে সদরের সকল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রদক্ষিণ করে কৃষি ব্যাংকের সামনে সমাবেশ করে।

জুম্ম ছাত্র জনতার ঐ সমাবেশ যখন চলছিল তখনই উক্ত বাঘাইছাড়ি ছাউনি থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সংগঠনকারীদের সংগঠন পার্বত্য গণ পরিষদের পাল্টা মিছিল শুরু হয়। তাদের শ্লোগান ছিল উস্কানিমূলক ও আক্রমণাত্মক।

বাঘাইছাড়ি ছাউনি থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা চলবে না।
শান্তিবাহিনীর চামড়া তুলে নেবো আমরা।
শান্তিবাহিনীর দালালরা হুঁশিয়ার সাবধান।
ভারতের দালালরা হুঁশিয়ার সাবধান।

এই সাম্প্রদায়িক অনুপ্রবেশকারীরা উপরোক্ত উস্কানি-মূলক শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকে। ইতিমধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের আক্রমণে একজন বৃদ্ধ জুম্ম আহত হলে জুম্মদের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। অনুপ্রবেশকারীদের মিছিলটি এক সময় থামালো না, বল্লম ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জুম্ম ছাত্র-জনতার সমা-বেশে আক্রমণ করে। অনুপ্রবেশকারীদের এই আক্রমণের প্রবল প্রতিরোধ করে জুম্ম ছাত্র-জনতা। জুম্ম ছাত্র-জনতার এই প্রতিরোধে অনুপ্রবেশকারীরা পিছু হটলে ছাউনিতে কর্তব্যরত আর পি লেন্স নায়েক নাজিম জুম্ম জনতার উপর এলো-পাথারি ব্রাশ ফায়ার করে। মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফণি ভূষণ চাকমা, শোভাপূর্ণ চাকমা ও ধীরেন্দ্র চাকমা সহ ৮টি তাজা প্রাণ। গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয় অনেকে। ফলে জুম্ম ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত শত অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মারা-ত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জুম্ম জনতার উপর। এই আক্রমণে অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে অংশ নেয় ৪০ ই বি আরের সেনা সদস্যরা। ক্যাপ্টেন আজিম, লেঃ ফিরোজ সহ ৩০/৩৫ জন বর্বর সেনা সদস্য মধ্যযুগীয় কায়দায় অসহায় জুম্ম জনতাকে বন্দুকের বাট ও বেয়নেট দিয়ে জখম করে মৃত অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে দেয়। এরপর অনুপ্রবেশকারীরা এদের কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

অনেক জুম্ম নরনারী প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাপ্তাই হ্রদে ঝাঁপ দিলে অনুপ্রবেশকারীরা জেট বোট ও নৌকার উপর থেকে বল্লম, বর্শা মেরে তাদেরকে হত্যা করে আর বিভিন্ন দোকান ও বাড়ীতে আশ্রয় নেয়া জুম্ম নরনারীকে সেনা সদস্যরা বের করে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেয় জবাই করার জন্য। জুম্মদের বাড়ী তল্লাসী ও লুট করা হয়। পরিশেষে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন জুম্ম গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ঐ সময় রাঙ্গামাটি থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ ঘাটে ভিড়লে নরপশু অনুপ্রবেশকারীরা জুম্ম যাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দু'জন বৌদ্ধ ভিক্ষু সহ অনেককে হতাহত করে। একই সময়ে রাঙ্গামাটি থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস ডাক-বাংলা স্টেশনে পৌঁছলে সেখানেও হামলা চালায়। এই হামলায় বোধি প্রিয় নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করে গুম করা হয়। এভাবে দু'ঘন্টাব্যাপী এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।

হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র

এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই বর্বর হত্যাকাণ্ড যে চালানো হয়েছে, এতে কারোর সন্দেহ নেই। আর এই ষড়যন্ত্রে সামরিক ও বেসামরিক উভয় কর্ম-কর্তারা জড়িত ছিল। যেহেতু বাঘাইছাড়ি ছাউনি থেকে সেনাপোস্ট অপসারণই ছিল পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মূল দাবী তাই এই বিব্রতকর অবস্থায় মোকাবেলা করতে সেনারা অনুপ্রবেশকারীদের বেছে নেয়। ঠিক হয় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পূর্ব ঘোষিত মিছিলে ১৭ই নভেম্বরই হত্যাকাণ্ড চালানো হবে। এই অবধারিত হত্যাকাণ্ডের মূল দায়িত্ব এড়াতে হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন পার্বত্য গণ পরিষদের নানিয়ারচর শাখার সভা-পতি, জল্লাদ সর্দার আইয়ুব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক

এজাজুল্লবী রেজা ও থানা নির্বাহী অফিসার (টি এম ও) হাবিবুর রহমান পরিকল্পনা মোতাবেক ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ে। আর নানিয়াচর থানার ওসি আহম্মদ হোসেন একদিকে শান্তিরক্ষার এক কৃত্রিম অভিনয়ের অবতারণা করে। অন্যদিকে যাত্রী ছাউনিতে কর্তব্যরত লেন্স নায়েক নাজিম ও জাহাঙ্গীর বন্দুক ও সঙ্গীন হাতে আক্রমণের চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য তৈরী হয়ে থাকে। সরকারী দেয়া ভাষ্যেও বলা হয়েছে একজন বাঙ্গালী ছাড়া নিহতরা সবাই পাহাড়ী। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে জুম্মদের উপর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। তাই ২২ শে নভেম্বরের দৈনিক পূর্বকোণের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে—"সন্ত্রাসী এই ঘটনার ফলাফল যে চিত্র তুলে ধরেছে তাতে একে উপজাতীয়দের উপর একতরফা হামলা বলেই মনে হয়।"

হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত

১।	মেজর সালাউদ্দীন	ভারপ্রাপ্ত জোন কম্যাণ্ডার ৪০ ই বি আর,	নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি	পরোক্ষভাবে জড়িত
২।	মেজর মোস্তাফিজ	৪০ ই বি আর	ঐ	ঐ
৩।	নায়েক জাহাঙ্গীর (আর পি)	ঐ	ঐ	প্রত্যক্ষভাবে জড়িত
৪।	নায়েক নাসির ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫।	লেন্স নায়েক আকরাম ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৬।	আমজাদ হোসেন (ওসি)	নানিয়ারচর থানা	ঐ	ঐ
৭।	আবুল কাসেম আজাদ	ঐ	ঐ	ঐ
৮।	খালেক (এস আই)	ঐ	ঐ	ঐ
৯।	ফজলু (এ এস আই)	ঐ	ঐ	ঐ
১০।	মোঃ আয়ুব হোসেন	প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বুড়িঘাট সভাপতি, পার্বত্য গণ পরিষদ, নানিয়ারচর শাখা	ইসলামপুর শিবির নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি	পরোক্ষভাবে জড়িত
১১।	শাহজালাল প্রাক্তন মেম্বার,	বুড়িঘাট ইউনিয়ন	ঐ	প্রত্যক্ষভাবে জড়িত
১২।	সাদেক আলী	ঐ	ঐ	ঐ
১৩।	মুসলিম লিডার	(অনুপ্রবেশকারী)	ঐ	ঐ
১৪।	আনসার আলী	ঐ	ঐ	ঐ
১৫।	বারেক (প্ল্যাটুন কমাণ্ডার, ভিডিপি)		ঐ	ঐ
১৬।	জয়নাল (ভিডিপি)		ঐ	ঐ
১৭।	জলিল	ঐ	ঐ	ঐ
১৮।	আবুল মালেক	ঐ	ঐ	ঐ
১৯।	মালো মালেক	ঐ	ঐ	ঐ
২০।	মুজিবর	ঐ	ঐ	ঐ
২১।	সিরাজুল ইসলাম (অনুপ্রবেশকারী)		ঐ	ঐ
২২।	জামাল উদ্দীন	ঐ	ঐ	ঐ
২৩।	শফি	ঐ	ঐ	ঐ
২৪।	বাদল	ঐ	ঐ	ঐ

২৫।	মোশারফ	অনুপ্রবেশকারী	ইসলামপুর শিবির, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি	প্রত্যক্ষভাবে জড়িত
২৬।	আলমগীর	ঐ	ঐ	ঐ
২৭।	আলী আহম্মদ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮।	আবু কামাল	ঐ	ঐ	ঐ
২৯।	ময়না মিঞা	ঐ	ঐ	ঐ
৩০।	গণি খলিফা	ঐ	ঐ	ঐ
৩১।	সেলিম মুন্সি	ঐ	ঐ	ঐ
৩২।	নজরুল ইসলাম	ঐ	ঐ	ঐ
৩৩।	আবদুল মালিক	চেয়ারম্যান, বুড়িঘাট ইউনিয়ন	বগাছড়ি শিবির নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি	ঐ ঐ
৩৪।	কাদের	(ভিডিপি)	ঐ	ঐ
৩৫।	কামাল	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬।	শাজাহান	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭।	খালেক	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮।	নজু	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯।	রেজাউল	ঐ	ঐ	ঐ
৪০।	জহিরুল ইসলাম	ঐ	ঐ	ঐ
৪১।	ইব্রাহীম ফকির	(দোকানদার, বগাছড়ি বাজার)	ঐ	ঐ
৪২।	এনায়েত	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩।	নজরুল ইসলাম	(ভিডিপি)	ঐ	ঐ
৪৪।	মুন্সি	(অনুপ্রবেশকারী)	ডাকবাংলা শিবির	ঐ
৪৫।	ফারুক	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬।	কাশ কালা বাচা	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭।	ইউনুস সওদাগর,	দোকানদার,	নানিয়ারচর বাজার, রাঙ্গামাটি	ঐ
৪৮।	বদি আলম	ঐ	ঐ	ঐ
৪৯।	মোঃ পুরু	ঐ	ঐ	ঐ
৫০।	মদন নাথ	ঐ	ঐ	ঐ
৫১।	কাদের হাওলদার	বুড়িঘাট শিবির,	নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি	ঐ
৫২।	আহাম্মদ মিঞা	মেম্বার, নানিয়ারচর ইউনিয়ন	ঐ	ঐ

হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য

১) পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে থেমে দেয়া,

২) জনসংহতি সমিতি ও সরকারী কমিটির আলোচনার প্রক্রিয়াকে বানচাল করে সামরিক শাসন অব্যাহত রাখা,

৩) জুম্ম জনগণের মাঝে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা,

৪) নানিয়ারচর সদর হতে জুম্ম জনবসতি উচ্ছেদ ও ভূমি বেদখল করা,

৫) পার্বত্য গণ পরিষদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা,

৬) সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা,

৭) জুম্ম জনগণের ভূমি বেদখল ও জাতীয় অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করা,

এই হত্যাকাণ্ডে হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। সরকারী ভাষ্য মতে সর্বশেষ নিহতের সংখ্যা ২০ জন। পত্র পত্রিকায় অবশ্য সরকারী মতে ২৭ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দৈনিক পূর্বকোণ, ২১ নভেম্বর)। কিন্তু স্থানীয় জুম্মদের মতে নিহতের সংখ্যা অবশ্যই শতাধিক হবে। উল্লেখ্য যে, হত্যাযজ্ঞের পর পরই সরকারী কর্তৃপক্ষ সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করে। ফলে কোন জুম্ম নিহত আত্মীয়-স্বজনের লাশ উদ্ধার করতে পারেনি। এ সুযোগে গুলিবিদ্ধ লাশসহ অধিকাংশ লাশ সেদিন রাত্রে গুম করা হয়েছিল। এভাবে নিখোঁজ ব্যক্তিদের সকল লাশই গুম করা হয়েছিল। আর আবিষ্কৃত লাশগুলিও পোস্ট মোর্টেম ছাড়া তড়িঘড়ি করে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কোন লাশ আত্মীয়-স্বজনকে ফেরৎ দেয়া হয়নি।

বস্তুত সেনাবাহিনী ও পুলিশের নিরপেক্ষতা ও নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য গুলিবিদ্ধ লাশগুলি গুম করা হয়। কিন্তু এটা কারোর অজানা নয় যে, সেনা সদস্যরা ব্রাশ ফায়ার করে জুম্ম জনতার প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। দেশের পত্র-পত্রিকায়ও গুলি করার ঘটনাকে স্বীকার করা হয়েছে। (দৈনিক গণকণ্ঠ, ১৯ নভেম্বর, সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা ৩—৯ ডিসেম্বর)। অন্যথায় জুম্ম জনগণের প্রতিরোধে বাঙ্গালীর হতাহতের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেতো।

সরকারী প্রতিক্রিয়া

ঘটনার দিন বিকাল ৪টায় রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক ঘটনাস্থলে পৌঁছলে জুম্ম নিধন বন্ধ হয়ে যায়। তার সঙ্গে কয়েকজন সাক্ষীগোপাল জুম্ম রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পারিজাত কুসুম চাকমা রাঙ্গামাটি পৌরসভা চেয়ারম্যান মণি স্বপন দেওয়ান প্রমুখ ছিলেন। এ সময়ে তাদেরকে মাত্র ১৪টি লাশ দেখানো হয়। জেলা প্রশাসক কেবলমাত্র মৌখিক সান্ত্বনা ও ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে এদিনই ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

পরদিন ১৮ই নভেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তার সঙ্গে ছিলেন দীপংকর তালুকদার (এম পি), চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারসহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা। সফরকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক সমাবেশে বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সহযোগিতা করা হবে। দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হবে।

এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া প্রশমিতে সবচেয়ে সরকারী উদ্যোগটি হলো সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে নিয়ে এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন। সরকারী প্রেসনোটে পরোক্ষভাবে বলা হয়, স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবীর প্রেক্ষিতে এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটিও লোগাং গণহত্যায় গঠিত তদন্ত কমিটির মত প্রকৃত ঘটনা ও সত্যকে আড়াল করে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্তিমূলক ও একপেশে রিপোর্ট প্রদান করবে তা বলাই বাহুল্য।

জুম্ম ছাত্র জনতার রক্তভূমি নানিয়ারচর পরিদর্শনে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সরকারী দলটি আসে ২৪শে নভেম্বর। যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে এ সফরে আসেন। তিনি এখানে এক জনসভায়ও ভাষণ দেন। অন্যদিকে সরকার জুম্ম ছাত্র-জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রোধ করতে রাঙ্গামাটি কলেজ ও খাগড়াছড়ি কলেজ বন্ধ করে দেয়। খাগড়াছড়ি, পানছড়ি ও মহালছড়িতে ১৪৪ ধারা জারী করে এবং সকল সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

বেসরকারী প্রতিক্রিয়া

নানিয়ারচর হত্যাকাণ্ড জুম্ম জনগণের মধ্যে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে স্থানীয় জুম্ম জনগণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক অশুভ অশনি সংকেতে আতঙ্কিত

হয়ে পড়ে। অন্যদিকে স্বজাতীয়দের হারানোর শোকে মুহ্যমান সমগ্র জুম্ম যুবসমাজ নরদানব সেনাবাহিনী ও নরপিচাস অনুপ্রবেশকারীদের সামগ্রিক নৃশংসতাকে প্রতিরোধ করতে আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পায়। জুম্ম ছাত্রসমাজ এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকা, রাঙ্গামাটি, বানদরবান-এ ১৮ই নভেম্বর, চট্টগ্রামে ২০শে নভেম্বর, কুতুবছড়ি ২১শে নভেম্বর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। উল্লেখ্য যে, ঢাকা চট্টগ্রামের সমাবেশে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি জাতীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দও অংশগ্রহণ করেন এবং এই হত্যাকাণ্ডের গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী জানান।

এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই হত্যাকাণ্ডের চরম নিন্দা জ্ঞাপন করে বিবৃতি প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি অমল সেন ও পলিটব্যুরোর সদস্যগণ, আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক জিলুর রহমান, জাসদের (ইনু) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী আরেফ আহম্মদ ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফর আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নুরুল আলম, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের (এম এল) সাধারণ সম্পাদক দীলিপ বড়ুয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটির ব্যারিষ্টার লুৎফর রহমান শাজাহান, ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, ফেরদৌস হোসেন, মোস্তফা ফারুক, প্রশান্ত ত্রিপুরা, এড: আদিলুর রহমান খান, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের ভিপি সুভা সিংহ রায় নন্দী, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক ও বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতিত্রয় এডভোকেট সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত, শক্তিমান চাকমা, রেমক আরেং ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী (সংবাদ, ২০ নভেম্বর) প্রমুখ।

এছাড়া ২১শে নভেম্বর নানিয়ারচর সফরে আসেন বাংলাদেশ বৃহত্তম বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও ৫ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক আতাউর রহমান খান, কল্প রঞ্জন চাকমা (এম পি) ও মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী (এম পি) এবং ৫ দলীয় কেন্দ্রীয় নেতা ও জাসদের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবু সাঈদ খান এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের সমন্বয়কারী ফয়জুল হাকিম লালা। এই বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ এই হত্যাকাণ্ডের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করে বলেন, প্রশাসন পূর্ব সতর্কমূলক অবস্থায় থাকলে এ ধরণের দুঃখজনক ঘটনা হতো না।

বৌদ্ধ ভিক্ষু মিছিল

নানিয়ারচর হত্যাকাণ্ডেএক সংসার ত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধি প্রিয় ভিক্ষু নরঘাতকদের আক্রমণে নিহত হন। কিন্তু তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার লাশ দর্শনে বৌদ্ধ ধর্মের চরম পরিহানির সত্যতা গোপন করতে তার লাশ গুম করা হয়। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর হত্যা ও নানিয়ারচর গণহত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সংঘ ১লা ডিসেম্বর ঢাকায় এক শোক মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করে। সভা শেষে ৫ সদস্যের ভিক্ষু দল স্মারকলিপি পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে যান।

কলকাতায় বিক্ষোভ

গত ২৫শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ চাকমা ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে ভারতীয় চাকমা ছাত্ররা কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে এই নানিয়ারচর গণহত্যার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। চাকমা ছাত্ররা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে গণহত্যা তদন্তকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন, বেআইনী বসতিকারীদের দ্বারা বেদখলকৃত জমি ফেরৎ প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ, জুম্ম জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান ইত্যাদি দাবী সম্বলিত একখানা স্মারকলিপি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পেশ করে।

আগরতলায় বিক্ষোভ

গত ৩০শে নভেম্বর ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা ইয়ুথ কো-অর্ডিনেশন ফোরামের নেতৃত্বে ১৭ই নভেম্বরের নানিয়ারচর গণহত্যার প্রতিবাদে আগরতলা শহরে এক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং ত্রিপুরাস্থ বাংলাদেশ ভিসা অফিস প্রধানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট বিভিন্ন দাবী সম্বলিত একটা স্মারকলিপি পেশ করে। উক্ত স্মারকলিপিতে যে সব দাবী করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— যুক্ত সংসদীয় কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে নানিয়ারচর গণহত্যার তদন্ত করা ও এই গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশ করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করণ, অধিকভাবে পুনর্বাসিত মুসলমানদিগকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা ইত্যাদি।

জুম্ম ছাত্র গ্রেপ্তার

প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমীস্বার্থবাদী মৌলবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। আর গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ছাত্র নেতৃবৃন্দকে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কালায়ন চাকমাকে। সে ঘটনার দিন লঞ্চ যোগে রাঙ্গামাটি থেকে নানিয়ারচর আসছিল। লঞ্চটি নানিয়ারচর পৌঁছলে অনুপ্রবেশকারীরা জুম্ম যাত্রীদের হত্যা করতে থাকে। উপায়ন্তর না দেখে কালায়ন চাকমা কাপ্তাই হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে থাকে। সেই অবস্থায় সেনাদের একটি ছোট বোট তাকে তুলে নেয় এবং ছাত্র পরিষদের সদস্য বলে থানায় সোপার্দ করে। অনুরূপভাবে পরদিন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বেতছড়ি উপশাখার সভাপতি ও সম্পাদক রন্টু চাকমাকে বেতছড়ি বাজার থেকে সেনারা আটক করেছে। আর অনেক ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। অথচ হত্যাকারী সেনা সদস্য ও অনুপ্রবেশকারীদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

আর কত গণহত্যা ?

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবত মোট ১৩টি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। নানিয়ারচরের হত্যাকাণ্ডটি ১৩তম গণহত্যা। প্রতিটি গণহত্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিডিআর, ভিডিপি বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অনুপ্রবেশকারীরা হত্যা-লীলা চালিয়েছে। লোগাং গণহত্যার পর নানিয়ারচরে শতাধিক জুম্ম নরনারীকে আবার প্রাণ দিতে হলো। ধারাবাহিকভাবে বর্তমান সরকারের আমলে সংঘটিত হলো পর পর চারটি হত্যাকাণ্ড। তাই আজ প্রশ্ন আর কত গণহত্যা ?

সংঘটিত হত্যাকাণ্ডগুলির ধারাবাহিকতা এটাই প্রমাণ করে যে, জুম্ম জাতিকে বিলুপ্ত, জুম্ম জনগণের ভূমি ও ভিটেমাটি বেদখল করতে সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ, জেল, ভূমি বেদখল, সর্বোপরি গণহত্যার মাধ্যমে জুম্ম জাতির উচ্ছেদ ও জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করাই হচ্ছে সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়া সরকারের এটাই কি তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবতা ?

STEUNGROEP INHEEMSE VOLKEREN
SUPPORTGROUP FOR INDIGENOUS PEOPLES
GRUPO DE APOYO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

To Begum Khaleda Zia
Prime Minister of Bangladesh
Prime Minister's Office
Old Sangshad Bhaban
Dhaka
Bangladesh

Antwerpen, November 20, 1993.

Your Excellency,

Once more we are writing you concerning the situation of the Jumma people in the Chittagong Hill Tracts.

We strongly protest against the massacre which was perpatrated by the Army Forces in Naniarchar Thana in the Rangamati District on November 17th, 1993.

The Army opened fire indiscriminately at a peaceful rally organised by the Hill Students' Council. Then Bengali settlers attacked the fleeing Jumma people and set about 20 houses belonging to Jumma people on fire. At lest 13 Jumma have been killed, some sources even say 50, and at least 9 Jumma have been seriously injured.

The rally was organised by the Hill Students' Council in the frame-work of a global campaign against the militarisation of the CHT and in particular against a passenger inn at Naniarchar Bazar which has been turned over in an army check-post.

Your Excellency, we urge you :

1) To start the demilitarisation of the CHT starting with the withdrawel of the army check-post at Naniarchar Bazar.
2) To take all measures required to bring to trial all the persons who are responsible for the massacre and to guarantee an exemplary punishment for them.
3) To give appropriate compensation and rehabilitation to the surviving victims of the attacks both by the army and by the settlers and fair compensation for the families of the people who have been murdered.

Sincerely Yours,
for KWIA,
Johan Bosman

c. c. : Mr. Willy Claes, Minister of Foreign Affairs of Belgium
Mr. Erik Derycke, Minister of Development Co-operation of Belgium
Mr. Ven den Broek, European Union Commissioner for Foreign Affairs

Breughelstraat 31-33, B-2018 Autwerpen, Belgie—tel : (03) 218.84.88—e-mail : gn : kwia
fax : (03) 230.45.40 — rek. nr. 001-1861356-02 — giro. 000-1490027-10

ORGANISING COMMITTEE
CHITTAGONG HILL TRACTS CAMPAIGN

P. O. Box 11899.
1001 GR Amsterdam.
The Netherlands
Phone : 31-20-6629953
Account No. 2713801.
Postbank. The Netherlands

To Begum Khaleda Zia
Prime Minister of Bangladesh
Prime Minister's Office
Dhaka
Bangladesh

1 December. 1993

Dear Prime Minisrer Begum KhaledaZia.

We are shocked about the news of the massacre in Naniarchar, Rangamati District, on 17 November 1993. When the security forces opened fire at a peaceful demonstration organised by the Chittagong Hill Tracts Hill Students Council. The demonstrators were also attacked by Bengali settlers. According to reliable reports. which we have received from different sources. dozens of Jumma people have been killed many wounded and houses of Jummas have been set on fire.

This massacre is yet another one in a senes of massacres the latest in Logang on 10 April 1992 perpetrated by the Bangladesh Security forces, despite repeated assurances given by your government to donor governments that an end would be brought to the violence and despite the cease-fire agreement to donor governments that an end would be brought to the violence and despite the cease-fire agreement with the JSS which has been in force since 10 August I992. The Naniarchar massacre suggests once more that the government apparently does not exert its control over the security forces at the cost of the lives of many Jumma people.

We condemn the massacre at Naniarchar and urge your government to start immediate demilitarisation of the Chittagong Hill Tracts.

We also urge you to set up an independent enquiry commission which fuily guarantees the security of the witnesses : to make its results public : to try those responsible for the massacre in court and to give full compensation to all victims and their families.

Lastly we urge you to acknowledge the government's responsibility and to reach a political solution of the CHT conflict which is acceptable to both your government and the majority of the Jumma people

Sincerely yours.

Jenneke Arens

for the Organising Committee CHT Campaign

c c. Chief of Army Staff General Nuruddin Khan

Prof. P. Kooijmans, Minister of Foreign Affairs of the Netherlands

Mr. J. P. Pronk. Minister of Development Co-operation the Netherlands

Mr. H. Gajentaan. Ambassador of the Netherlands. Dhaka

Mr. H. van den Broek. European Union Comissioner for Foreign Affairs

আবাহন

— শ্রী কিশোর

যুগের কলঙ্ক, মানুষ অধম, আদিম বর্ব্বর,
সহিংস উন্মত্ত যত নরপশু, পাপী দুরাচার।
কভু তারা ভাবিলনা, জ্ঞানহারা, কিবা স্বার্থ তার,
কত যে সুখের সংসার, পুড়ি করিল ছারখার।
স্বাধীন জুম্ম আমরা, স্বাধীন মোদের জীবন,
অধীনতা বন্ধন মোরা জাতি জানিনা কখন।
পাঠান মোগল মোদেরে কভু করেনি জয়,
ফিরিঙ্গি শাসনে মোরা নহি বন্দী অধীনতায়।
মুক্ত মানস ভবে মোদের দৃপ্ত জীবন
জীবন বোধনে জাগো, জাগো জুম্ম যুবজন।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত জুম্ম জাতি
লাঞ্ছিত জীবনে সহি দুঃসহ দুর্গতি।
স্বৈরাচারে নিপীড়নে ঘুরি বনে গৃহহারা,
জুম্ম দেশের জুম্ম মোরা আজি দেশ ছাড়া।
প্রাণভয়ে বনবাসী স্বদেশে মোরা বিদেশী,
খিতাড়নে দেশহারা রিক্ত পরদেশে পরবাসী।
জাতির এই দুর্দিনে মোরা জুম্ম জাতি,
যুঝিব সমরে দুরিব বৈরী অরাতি।
করিব স্বদেশ মোদের মুক্ত বিজাতি
সাধিব মোদের জাতির জীবন মুক্তি।
দৃপ্ত জাতি জন, বলে জিনি দুর্দম দুর্বার,
করিব স্বদেশ মুক্ত, জুম্ম জাতি সংসার।
মোরা বিশ্ব সভায় লভিব মোদের আসন,
লভিব বিশ্বে গৌরব ধন্য জাতির সম্মান।

সংবাদ

জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক (দ্বাদশ বৈঠক)

খাগড়াছড়ি, ২৫ নভেম্বর ॥ দারুণ উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত গত ২৪শে নভেম্বর জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ই নভেম্বর নানিয়ারচর গণহত্যার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে এ বৈঠকের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কিন্তু জনসংহতি সমিতির সদিচ্ছামূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে।

এ দিন যথারীতি সকাল ১০'৩৫ মিঃ সমিতির নেতৃবৃন্দকে হেলিকপ্টার যোগে খাগড়াছড়ি আনা হয়। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে যোগাযোগ কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সমিতির নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানান। সকাল ১১'৩০ মিঃ উভয় পক্ষের আনুষ্ঠানিক বৈঠক শুরু হয়। আনুষ্ঠানিক বৈঠকে আলোচনার শুরুতেই সরকারী কমিটির আহ্বায়ক ও যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেন। সরকারী কমিটির এরূপ মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করে জনসংহতি সমিতির পক্ষে শ্রী সন্তু লারমা বলেন, সরকারী কমিটির মত জনসংহতি সমিতিরও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অনেক অভিযোগ আছে এবং অভিযোগ সম্বলিত একটা লিখিত রিপোর্টও পেশ করেন। তিনি বলেন, এই সব যুদ্ধ বিরতির অভিযোগ উত্থাপন করে আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না। তিনি মূল বিষয়ে আলোচনার জন্য সরকারী দলকে আহ্বান জানান।

এরপর জনসংহতি সমিতির পেশকৃত ৫ দফা বিষয়ে

কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। সরকারী পক্ষের এক প্রশ্নের জবাবে সমিতির পক্ষে শ্রী সন্তু লারমা বলেন—বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া ব্যতিরেকে অন্যান্য দাবীগুলি শিথিল করার ব্যাপারে সমিতির কোন চিন্তা ভাবনা নেই। তিনি আরো বলেন যে—যেহেতু সরকারের এই মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা সমাধানের কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই। পরিশেষে জনসংহতি সমিতির পেশকৃত ৫ দফা দাবীর উপর সরকারী কমিটির বক্তব্য প্রদানের জন্য তিনি আহবান জানান।

ঐদিন বিকালে দ্বিতীয় অধিবেশনে উভয়পক্ষের আরও কিছুক্ষণ আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মানিয়ারচর হত্যাকাণ্ড, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আন্দোলন এবং পার্বত্য গণ পরিষদ ও বাঙ্গালী সমন্বয় পরিষদের কার্যকলাপ, জুম্ম শরণার্থীদের প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে উভয়পক্ষের মত বিনিময় হয়। পরিশেষে পরবর্তী বৈঠকে ৫ দফা দাবীর উপর কমিটির বক্তব্য প্রদান এবং আরো ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি মেয়াদ বৃদ্ধি ও জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিকাল ৪টায় এই বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান ও বেদখলকরণ

বিগত ৮০'র দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তিদের নামে জনগণের বিপুল পরিমাণ জমি বেআইনীভাবে বন্দোবস্তি দেয়ার এক রহস্য অতি সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এসব জমি ফলের বাগান, গবাদি পশু পালন, ক্যাসাবা চাষ, রাবার চাষ, গবাদি পশুর খামার, ডায়েরী ফার্ম প্রভৃতির জন্য বৃটিশ আমলের জমিদারী প্রথা স্টাইলে বন্দোবস্তি দেয়া হয়েছে। নিম্নে বন্দোবস্তের বিবরণ দেয়া গেল—

নাম	জমির পরিমাণ	বন্দোবস্তির বিবরণ
১। স্কোয়াড্রন লিডার হাসানুজ্জমান পীং মৃত কামারুজ্জামান সাং—৩১ ডি ও এইচ এস ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।	২৫ একর	হোং নং—২ বেতবুনিয়া, কাউখালী ১—৯—৮৫
২। আব্দুল মুক্তাদির পীং আব্দুল মান্নান সাং—ভেদভেদী,	২৫ একর	হোং নং—২ ৯৮ কচুখালী মৌজা কাউখালী ১—৮—৮৫
৩। মাজুরা হাকিম পীং আব্দুল হাকিম সাং—শাজাহানপুর, ঢাকা।	২৫ একর	হোং নং—৩ ৯৮ নং কচুখালী মৌজা ১—৮—৮৫
৪। মম্মাই তুহা মরিয়ম স্বামী এস, এম মুক্তাদির সাং—ভেদভেদী ১০২ নং রাঙ্গাপানি মৌজা	২৫ একর	হোং নং—৪

৫।	ইতবাদ হোসেন পীং হোসেন আহম্মাদ সাং—৫১ ক্যান্টনমেন্ট বাজার ঢাকা।	২৫ একর	হোং নং—৫ ৯৮ কচুখালী মৌজা কাউখালী ১—৮—৮৪
৬।	চন্দ্রশেখর দাশ পীং প্রভাত চন্দ্র দাশ সাং—১২৬, শেখ মুজিব রোড চট্টগ্রাম।	২৫ একর	হোং—৬ কচুখালী মৌজা কাউখালী ১—৮—৮৪
৭।	মাহফুজুল হক পীং মুজিবল হক সাং—কাপাজগোল, চট্টগ্রাম	২৫ একর	হোং নং—৭ ৯৮ কচুখালী মৌজা ১—৮—৮৪
৮।	সালাউদ্দীন আহমদ ৮/এ জাকির হোসেন রোড কুশলী, চট্টগ্রাম।	২৫ একর	হোং নং—৫ ১১০ শুকরছড়ি ৩—১০—৮১
৯।	খালেদুর রহমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুইস লিমিটেড ৬২-৬৩, মতিঝিল, ঢাকা।	২৫ একর	হোং নং—৭৩ ১১১ নং কুতুকছড়ি ৩-১০-৮১
১০।	হাইল্যাণ্ড লিমিটেড ঢাকা, বাংলাদেশ।	২৫ একর	হোং নং-১ ১১৫ নং মগবান
১১।	ইয়াসমিন রাজা স্বামী দেওয়ান আলী রাজা সাং—১৩৭৬/এ সোবহান বাণিজ্য বিতান, পূর্ব নাসিমাবাদ, চট্টগ্রাম	২৫ একর	বন্দো নং—৩২৯ নং রাইখালী মৌজা
১২।	আলমগীর হায়দার খান পীং আলী হায়দার খান সাং—১৩৭৬/এ, সোবহান বাণিজ্য বিতান পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।	২৫ একর	বন্দো নং ৩/৮৭-৮৮ ৩২১ নং রাইখালী মৌজা ২৭-৬-৮৮
১৩।	আন্দালিব আতিক পীং হোসেন খান সাং—ঐ	২৫ একর	বন্দো নং-৬/৮৭-৮৮ ৩২১ নং রাইখালী মৌজা ২৭-৬-৮৮

১৪।	নাজিম উদ্দীন পীং মোঃ ইদ্রিস গ্রাম—পষ্ঠি, পোঃ—দেওয়ানপুর রাওজান, চট্টগ্রাম	২৫ একর	বন্দো নং-৫(ডি)/৮৭-৮৮ ৩২১ রাইখালী মৌজা ১-৭-৮৯
১৫।	ইফতেখার হোসেন পীং মৃত মোহাং আব্দুল হামিদ সাং—মৌলবী পাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৫ একর	বন্দো নং-৪(ডি)/৮৭-৮৮ ৩২১ নং রাইখালী মৌজা ১-৭-৮৯
১৬।	মাহ্দা মোমিন স্বামী শেখ আব্দুল মোমিন সাং—৮২/৮৩, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।	২৫ একর	বন্দো নং-২৫০/৮৬-৮৭ ৩২১ নং রাইখালী মৌজা ৫-৬-৮৮
১৭।	মিসেস গুলশান বেগম স্বামী মোর্শেদ আনোয়ার সাং—১০৩৫/জাকির হোসেন সড়ক চট্টগ্রাম।	২৫ একর	বন্দো নং-২৪৮/৮৬-৮৭ ৩২১ নং রাইখালী মৌজা ৫-৬-৮২
১৮।	আজিজুর রহমান পীং মৃত রায়হান উদ্দীন সাং—কাসেম বাজার, রাঙ্গামাটি	২৫ একর	বন্দো নং-৩০(ডি)/৮৬-৮৭ বন্দো নং-১৫৩-(ডি)/৮১-৮২ ৩২১ নং রাইখালী মৌজা ১০-৪-৮৯

এছাড়া বান্দরবান জেলায় প্রত্যেককে ১০ হেক্টর (২৫ একর) করে ৩৭৭ জনকে মোট ৩৯১৫'৪ হেক্টর (৯৬৭৫ একর) উচ্চ ভূমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। (পাঃ চঃ হিভিয়া রাবার চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ—৪৭ পৃষ্ঠা)।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।